কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৩তম সভার কার্যবিবরণী

ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী সভাপতি বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে কারিগরি কমিটির ৩৩তম সভা গত ৬-৯-৯৮খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ টায় বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে শুরু হয় এবং কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহিত হওয়ার পর বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে সভাপতি মহোদয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক জনাব ডঃ লুৎফর রহমান সাহেবকে সভাপতিত্ব করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে যান এবং উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "খ" তে দেয়া হলো।

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি এবং পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জনাব মনির উদ্দিন খাঁন সভার প্রারম্ভে সভাকে প্রাক্তন পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সক্ষি, কারিগরি কমিটি মরহুম জনাব গোলাম আহমেদ এর বিগত ২৪-৮-৯৮ইং তারিখে ইন্তেকালের সংবাদ জানান এবং এ ব্যাপারে মরহুমের জন্য দোয়া করার জন্য প্রস্তাব করেন। সভাপতি মহোদয় প্রাক্তন সদস্য সচিব এর কর্মজীবনের নিষ্ঠার বিষয়ে আলোকপাত করেন। অতপর তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এজেন্ডা অনুযায়ী কার্যপত্র পড়ে শুনানোর জন্য সদস্যসচিবকে আহ্বান করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩২ তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩২ তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ইং ১৭-১২-৯৭ তারিখের ১৯৯৫ (১৭) সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে এবং সকলের নিকট তা পৌছেছে। এ ব্যাপারে অদ্যাবধি কোন লিখিত বা মৌখিক আপত্তি পাওয়া যায়নি।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩২তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি।
(ক) ধানের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি অনুমোদনের প্রেক্ষিতে নতুন জাত ছাড়করণের বর্তমান পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা কি, ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধা বিস্তারিত আলোকপাতপূর্বক পদ্ধতিটি পুনরায় পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করার কথা ছিল। সে মোতাবেক এ বিষয়ে একটি আলোচ্য বিষয় রাখা হয়েছে।

(খ) ভিসিইউ টেষ্ট সমন্বয়ের জন্য এসসিএ এবং ডিএই, একটি ওয়ার্কসপ করে ফলাফল জাতীয় কারিগরি কমিটিতে পরবর্তী সভায় জমা দেওয়ার কথা ছিল। এ বিষয়ে একটি সমন্বয় সভা করার বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে যত শীঘ্র সম্ভব ওয়ার্কসপ করা হবে।

(গ) কারিগরি কমিটির সভায় ছাড়করণের নিমিত্তে পেশকৃত ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর বি আর ৪৮-৩৫-৯-৪-৯ এবং বি আর ৪৮৫৭-১৪-৪-৩ কৌলিক সারি দুইটি পুনরায় ট্রায়ালের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ছিল। এ বিষয়ে মহা পরিচালক ব্রি কে যথাসময়ে পত্রের মাধ্যমে পুনরায় ট্রায়াল স্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

(ঘ) সভাপতি, কারিগরি কমিটি কর্তৃক হাইব্রিড জাতের ধান ও দেশে প্রচলিত জাতের তুলনাশূলক প্রদর্শনীর মূল্যায়ন ফলাফল অবহিত করার জন্য আঞ্চলিক মূল্যায়ন দলের আহ্বায়ক এবং মহাপরিচালক, ডিএই কে ডিও লেটার প্রদানের কথা ছিল এবং তা যথাসময়ে প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) ডিএই কর্তৃক স্থাপিত হাইব্রিড ধানের ১০০টি ট্রায়ালের কারিগরি মূল্যায়নের জন্য এসএ, ব্রি এবং ডিএই এর ১ জন করে ৩ জনের একটি কমিটি করার কথা ছিল এবং মৌসুম শেষে মূল্যায়ন রিপোর্ট কারিগরি কমিটিতে পেশ করার কথা ছিল।
এ কমিটির রুপরেখা কি হবে এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকায় কমিটি গঠন করা যায়নি। তবে ১০০টির মধ্যে ৮২টি ট্রায়ালের ফলাফল ডিএই এর নিকট সংরক্ষিত রয়েছে যা ডিএই'র পক্ষ থেকে সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

(চ) আলু ও আখের প্রত্যয়ন পদ্ধতির ওপর মতামত প্রদানের জন্য বিএডিসি, ডিএই, বিএআরআই, বিএসআরআই ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির নিকট পত্র প্রেরণের কথা ছিল। এ বিষয়ে যথা সময়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে বিএডিসি থেকে আলু বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির ওপর মতামত পাওয়া গিয়েছে। অন্যান্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কোন মতামত বা আপত্তি পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে একটি পৃথক আলোচ্য বিষয় রাখা হয়েছে।

(ছ) বিএসআরআই আখ-২৯ এর মূল্যায়নের মূল কপি না পৌছার কারণে ৩২তম সভায় তা উত্থাপিত হয়নি। ইতোমধ্যে উক্ত মূলকপি এস সি এ তে পৌছেছে। উক্ত প্রস্তাবিত জাতের ছাড়করণের বিষয়ে একটি আলোচ্য বিষয় রাখা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩২তম সভায় সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পর্কে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ হাইব্রিড ধানের অনুমোদন।

বিগত ১৯৯৭-৯৮ বোরো মৌসুমে সারাদেশে চারটি কোম্পানী কর্তৃক হাইব্রিড ধান বীজ আমদানী করে টেষ্ট প্লট স্থাপন করা হয়েছিল। যে সকল হাইব্রিড যে সকল কোম্পানী কর্তৃক আমদানী করা হয়েছিল তা হলো ঃ

ক্রমিক নং	বীজ আমদানী কারক কোম্পানীর নাম	হাইব্রিডের নাম	টেষ্ট প্লট স্থাপনকৃত জায়গার নাম	স্থাপনকৃত টেষ্ট প্লটের সংখ্যা	মূল্যায়ন দল কর্তৃক মূল্যায়নকৃত টেষ্ট প্লটের সংখ্যা
০১	এ সি আই লিঃ	আলোক-৬২০১	ডিএই কর্তৃক চাষীর জমিতে, ব্রি ফার্ম, বিএডিসি ফার্ম	১০০ ৪ ৯	১৯
০২	ম্যাকডোনাল্ড প্রাঃ লিঃ	লোকনাথ-৫০১ লোকনাথ-৫০৩ লোকনাথ-৫০৫	ব্রি ফার্ম বিএডিসি ফার্ম চাষীর জমিতে	৪ ৯ ১০	১৭
০৩	গ্যাঞ্জেস ডেভঃ কর্পোরেশন	অমর শ্রী-১ (উত্তম-১)	ডিএই কর্তৃক চাষীর জমিতে ব্রি ফার্ম বিএডিসি ফার্ম	৭৫ ২ ৮	১১
০৪	মল্লিকা সীড কোম্পানী	সি এন এস জি সি-৫ সি এন এস জি সি-৬	ব্রি ফার্ম বিএডিসি ফার্ম চাষীর জমিতে	৪ ৯ ৫	৮

এসিআই কোম্পানীর আমদানীকৃত হাইব্রিড আলোক-৬২০১, ম্যাকডোনাল্ড কোং এর হাইব্রিড লোকনাথ-৫০৩ ও ৫০৫, মল্লিকা সীড কোম্পানীর হাইব্রিড সি এন এস জি সি-৫ ও ৬ এবং গ্যাঞ্জেস ডেভঃ কর্পোরেশনের জাত অমর শ্রী (উত্তম-১) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়পত্র লাভের উদ্দেশ্যে কারিগরি কমিটির নিকট তাদের নিজ নিজ হাইব্রিডের তথ্যাদি ও উপাত্ত পরিবেশন করে জাতীয় বীজ বোর্ডেল নির্ধারিত ছকে আবেদন করেন। আবেদনকৃত প্রত্যেকটি হাইব্রিড সম্পর্কে ব্রি, বিএডিসি, ডিএই, বিনা, বিজেআরআই, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এসিআই কোম্পানী লিঃ, ম্যাকডোনাল্ড প্রাঃ লিঃ, মল্লিকা সীড কোম্পানী ও গ্যাঞ্জেস ডেভঃ কর্পোরেশন প্রভৃতি সংস্থার প্রতিনিধিগণ কারিগরি কমিটিতে অত্যন্ত প্রানবন্ত ও বিস্তারিত আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময় করেন। ব্রি, বিএডিসি, ডিএই ও জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির মূল্যায়ন টিম কর্তৃক পেশকৃত সকল হাইব্রিডের তথ্যাদি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়। আলোচনায় দেখা যায় যে, হাইব্রিড জাত ছাড়করণের নির্ধারিত মানদন্ড ও পদ্ধতি কোন কোম্পানীই সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারেন নাই। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক হাইব্রিড জাত ছাড়করণের পদ্ধতি অনুমোদন লাভের পূর্বেই বোরো মৌসুম শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে বীজ আমদানী কারকগণ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন নাই। বিস্তারিত আলোচনার পর এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আলোক-৬২০১, লোকনাথ-৫০৩, ও সিএনএসজিসি-৬ ও অমরশ্রী-১ আপাততঃ এই চারটি হাইব্রিডের বীজ এ বৎসর আগামী বোরো মৌসুমে পাইলট কর্মসূচী হিসাবে বর্ধিত পরিমাণে সাময়িকভাবে আমদানীর অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

বাকী হাইব্রিডগুলো আগামী বোরো মৌসুমে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী যথারীতি পুনরায় টেষ্ট প্লট স্থাপন করে আগামীতে কারিগরি কমিটর মাধ্যমে তাদের তথ্যাদি জাতীয় বীজ বোর্ডে বিবেচনার জন্য পেশ করবে। তবে আলোক-৬২০১, লোকনাথ-৫০৩, সি এন এস জিসি-৬ ও অমরশ্রী-১ হাইব্রিডগুলোও আগামী বোরো মৌসুমে নির্ধারিত নিয়মে পুনরায় টেষ্ট প্লট করে তথ্যাদিসহ চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিভিন্ন হাইব্রিড ধানের ফিল্ড টেষ্টের তুলনামূলক ফলাফল

হাইব্রিড ধানের নাম	বীজ আমদানীকারক কোম্পানীর নাম	জীবনকাল (দিন)		গড় ফলন (টন/হেক্টর)			
		কোম্পানী প্রদত্ত তথ্য	ব্রি প্রদত্ত তথ্য	ব্রি	বিএডিসি	ডিএই	মাঠ মূল্যায়ন দল
আলোক-৬২০১	এসিআই লিঃ	১৪০-১৪৫	১৫০	৫.২৭	৫.২২	৭.২৯	৬.১৯
লোকনাথ-৫০৩	ম্যাকডোনাল্ড প্রাঃ লিঃ	১৩৮	১৪৯	৪.৬১	৫.০১	-	৫.০৩
সিএনএসজিসি-৬	মল্লিকা সীড কোম্পানী	১৩০-১৪০	১৫২	৬.৭২	৫.৪৩	-	৬.০০
অমরশ্রী-১	গ্যাঞ্জেস ডেভঃ কর্পোঃ	১৪০-১৪৫	১৫৬	৪.৫৫	৪.০০	৬.২৬	৪.৭৪

বিঃ দ্রঃ মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক উল্লিখিত হাইব্রিড সমূহের performance এর সংক্ষিপ্তসার পরিশিষ্ট- 'ক' তে দেয়া হলো।

মাঠ মূল্যায়ন দলের মন্তব্য ঃ

আলোক-৬২০১ ঃ প্রস্তাবিত জাতটি ৮ টি অঞ্চলের মধ্যে ২টি অঞ্চলে (ঢাকা, কুমিল্লা) ছাড়করণের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। ঐ দুইটি অঞ্চলে চেক জাত (বি আর-১৪ ও ব্রি ধান-২৯) অপেক্ষা ২০-২৫% বেশী ফলন পাওয়া গিয়েছে। বাকী ৬টি অঞ্চলে (যশোর, বরিশাল, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, রংপুর ও ময়মনসিংহ) অঞ্চল থেকে মাজরা পোকার আক্রমণ, সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাব ও প্রস্তাবিত জাতের সাথে কোন চেকজাত না থাকা প্রভৃতি কারণে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে।

লোকনাথ-৫০৩ ঃ দেশের ৭টি অঞ্চলে (ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী ও যশোর) মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। শুধু রাজশাহী অঞ্চল থেকে জাতটি গ্রহণযোগ্য হিসেবে মতামত দেওয়া হয়। কিন্তু পুনঃট্রায়ালের কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলে ফলন সন্তোষ জনক না হওয়া এবং পামরী পোকা, মাজরা পোকা, খোলপোড়া রোগ ও পাতাপোড়া রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় জাতটিকে পুনঃট্রায়াল করার সুপারিশ করা হয়েছে।

সিএনএসজিসি-৬ ঃ প্রস্তাবিত জাতটি দেশের ৫টি অঞ্চলে (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, কুমিল্লা ও রংপুর) মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। শুধু ঢাকা অঞ্চল থেকে চেক ভ্যারাইটি ব্রী ধান-২৯ ও ব্রি ধান-২৮ অপেক্ষা যথাক্রমে ২৮.৭ ভাগ ও ৪১.৮ ভাগ ফলন বেশী পাওয়ায় জাতটির ছাড়করণের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চল থেকে মাজরা পোকা, পামরী পোকা, খোল পোড়া, পাতা পোড়া রোগ ও প্রস্তাবিত জাতের সাথে কোন চেক জাত না থাকার কারণে পুনঃট্রায়ালের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

অমরশ্রী-১ ঃ দেশের ৬টি অঞ্চলে (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম) প্রস্তাবিত জাতটির মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। ঢাকা অঞ্চলে চেক জাত বি আর-৩ থেকে ৮% বেশী এবং কুমিল্লার বি-বাড়িয়াতে চেক জাত ব্রি ধান-২৯ থেকে অধিক ফলন পাওয়া গিয়েছে কিন্তু ইটাখোলায় বি আর-২৬ অপেক্ষা খুবই কম ফলন ও অধিক জীবনকাল সম্পন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলসমূহে মাজরা পোকা ও গান্ধীপোকার আক্রমন, অপুষ্ট ধানের অত্যাধিক হার (৫০-৭০%), কম ফলন এবং সঠিক সময় ও ব্যবস্থাপনায় ট্রায়াল স্থাপন না করার কারণে পুনঃরায় ট্রায়ালের মতামত দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) আলোক-৬২০১, লোকনাথ-৫০৩, সিএনএসজিসি-৬ ও অমরশ্রী-১ হাইব্রিড জাত চারটিকে আগামী বোরো মৌসুমে পাইলট কর্মসূচী হিসেবে আবাদের নিমিত্তে বর্দ্ধিত পরিমাণে আমদানীর সাময়িক অনুমতি দেয়ার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবরে সুপারিশ করা হলো।

(২) হাইব্রিড জাতের ফিল্ড ট্রায়াল করার ক্ষেত্রে যে সকল জায়গায় চেক ভ্যারাইটি ব্যবহার করা হয় নাই তাহার কারণ সম্পর্কে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে মাঠ মূল্যায়ন দলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হলো।

(৩) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বন্যা পরবর্তী সময়ে হাইব্রিড জাতের নিবন্ধীকরণ ও মাঠ মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মাঠ মূল্যায়ন দলনেতা ও সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কর্মশিবির আয়োজন করবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ আই ২৩৩-৮৭ (বিএসআরআই আখ-২৯) কৌলিক সারির অনুমোদন।

বাংলাদেশ আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত বিএসআরআই আখ-২৯ জাতটি ঈশ্বরদী-১৬ এর সাথে সিপি ৫০-৭২ জাতের সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল। ফলন এবং রোগ বালাই ও পোকা মাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক

থেকে ঈশ্বরদী ১৬ এর চেয়ে ভাল। প্রস্তাবিত জাতটি মধ্যম পরিপক্ক জাত, কান্ড লম্বা, শক্ত এবং উহাতে কোন ফাঁপা নেই। মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিসি জনাব জি,এম মঈনুদ্দিন আবেদনপত্রে মধ্যম পরিপক্ক বলতে কি বুঝায় তার ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করার জন্য প্রস্তাব করেন। মাঠ মুল্যায়নে সকল অঞ্চল থেকে জাতটি গ্রহণযোগ্য বলে মতামত দেয়া হয়েছে। সভায় জাতটি ছাড়করণের পক্ষে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জাত ছাড়করণের আবেদন ফরমে মধ্যম পরিপক্ক জাতের সংজ্ঞায়ন উপস্থাপন করা সাপেক্ষে বিএসআরআই আখ-২৯ জাত হিসেবে সারা দেশে আবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বিএডব্লিউ ৮৯৭ (বারি গম-১৯) এবং বিএডব্লিউ ৮৯৮ (বারি গম-২০) এর অনুমোদন।

প্রস্তাবিত জাত দুটি আন্তর্জাতিক ভূট্টা ও গম গবেষণা কেন্দ্র (CIMMYT), মেক্সিকো থেকে প্রাপ্ত এবং গম গবেষণা কেন্দ্র, বি এ আর আই কর্তৃক বাছাইকৃত। উপস্থাপনকালে পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র জনাব আব্দুর রাজ্জাক জানান উভয় জাতই দেশে প্রচলিত জাত কাঞ্চন অপেক্ষা বেশী ফলন দেয় এবং পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। প্রথমক্তো জাতটির পাতা কিছুটা হেলানো এবং নিশান পাতার নীচের দিকে মোমের মত পাতলা আবরণ লক্ষ্য করা যায় এবং শেষোক্ত জাতটির পাতা খাড়া প্রকৃতি এবং কিছুটা পেচানো অবস্থায় থাকে।

বারিগম ২০ জাতটির মূল্যায়নে সকল অঞ্চল থেকেই ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেওয়া হয়। বারিগম-১৯ এর মূল্যায়নে ময়মনসিংহ ব্যতিত অন্যান্য এলাকায় জাতটি ছাড়করণের মতামত দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে ময়মনসিংহে কি কারণে ছাড় করার জন্য মতামত আসেনি সভাপতি মহোদয় তা জানতে চান। জনাব আব্দুর রহিম হাওলাদার, মান নিয়ন্ত্রণ অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এ প্রসংগে বলেন ময়মনসিংহে কাঞ্চনের তুলনায় প্রস্তাবিত জাতটি ফলন সামান্য কম হয়েছিল। ডঃ ফরহাদ জামিল উভয় জাত দুটি ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেন। জনাব জি,এম, মঈনুদ্দিন বলেন জাত দুটি পৃথক করা বাস্তবতঃ খুবই কঠিন এবং এ জাত দুটির DUS test করা হয়নি তাই আপাততঃ একটি জাত অনুমোদন করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে জাত দুটির সনাক্তকারী বৈশিষ্ট সম্পর্কে ব্রীডার জনাব সাখাওয়াত হোসেন বক্তব্য রাখেন। এ প্রসংগে জনাব আব্দুর রাজ্জাক, পরিচালক, ডব্লিউআরসি বলেন বর্তমানে দেশে জনপ্রিয় জাতের খুবই অভাব এবং আলোচ্য প্রস্তাবিত জত দুটি এসসিএ এর সাথে যৌথভাবে বৈশিষ্ট পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং ভাল ফলাফল পাওয়া গিয়েছে বিধায় যথাশীঘ্র সম্ভব ছাড় করা প্রয়োজন। এ প্রসংগে মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি যে সমস্ত জাত দেশে আবাদ হচ্ছে না বা ভাল ফলাফল দিচ্ছে না তা অনুমোদিত জাতের তালিকা থেকে প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষন করেন। সভাপতি জনাব ডঃ লুৎফর রহমান আবেদন ফরমে ২নং অংশের ১১নং কলামের (বি) তে সঠিকভাবে পূরণ করা হয়নি বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা সংশোধন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিএডব্লিউ ৮৯৭ এবং বিএডব্লিউ ৮৯৮ কৌলিক সারি দুটোকে যথাক্রমে বারি গম-১৯ এবং বারি গম-২০ নামে সারাদেশে আবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বি আর ৪৩ ৮৪-২বি-২-২ এইচ আর ৩ (ব্রি ধান-৩৭) এবং বি আর ৪৩ ৮৪-২ বি-২-২-৪ (ব্রি ধান-৩৮) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত জাত দুটি বাসমতি (ডি) এবং বিআর ৫ এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। উভয় জাতই আলোক সংবেদনশীল এবং কাটারীভোগের তুলনায় ১ টন ফলন বেশী দিয়ে থাকে। প্রস্তাবিত জাত দুটি সুগন্ধী ও চাল লম্বা। ব্রি ধান-৩৭ এবং ব্রি ধান-৩৮ জাত দুটির জীবনকাল যথাক্রমে ১৩৮-১৪০দিন এবং ১৪০-১৪২ দিন। কাটারীভোগের তুলনায় ব্রি ধান-৩৭ জাতটির কান্ড ১৫-২০ সেঃমিঃ এবং ব্রি ধান-৩৮ জাতটি ২০-২৫ সেঃ মিঃ খাটো। প্রস্তাবিত জাত দুটি সম্পর্কে ব্রি এর প্রতিনিধি ডঃ তুলসী দাস সুগন্ধী ও সরু ধান হিসাবে আমন মৌসুমে আবাদযোগ্য বলে বর্ণনা করেন এবং ইতিপূর্বে আবেদনকৃত ব্রি ধান-৩৯ এর performance খারাপ হওয়ায় আবেদন প্রত্যাহারের ব্যাপারে সভাকে অবহিত করেন। ব্রি ধান-৩৭ এবং ব্রি ধান-৩৮ এর মাঠ মূল্যায়নের তথ্যাদিতে দেখা যায় উভয় জাতের ব্যাপারেই বরিশাল এবং খুলনা ব্যতিত দেশের অন্যান্য স্থানে মাঠ মূল্যায়নে ছাড়করণের সুপারিশ রয়েছে। এ ব্যাপারে সভায় সদস্যদের মতামত চাওয়া হলে বরিশাল ও খুলনা ব্যতিত অন্যান্য স্থানে আবাদের জন্য সুপারিশ করা যায় বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ খুলনা এবং বরিশাল ব্যতিত অন্যান্য স্থানে আমন মৌসুমে আবাদের জন্য ব্রি ধান-৩৭ এবং ব্রি ধান-৩৮ জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় জীব বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বিনা ৪-৩৯-১৫-১৩ (বিনা ধান-৫) এবং বিনা ৪-৫-১৭-১৯ (বিনা ধান-৬) এর অনুমোদন।

প্রস্তাবিত বিনা ধান-৫ এবং বিনা ধান-৬ জাত দুটি ইরাটম-২৪ এর সাথে দুলার জাতের সংকরায়ন করে F2 বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। জীবনকাল যথাক্রমে ১৫৫+৫ দিন এবং ১৬৫+৫ দিন। ১০০০ ধানের

ওজন যথাক্রমে ২৪.৫-২৫ গ্রাম এবং ২৫.৫-২৬ গ্রাম পর্যন্ত হয়। প্রস্তাবিত জাত দুটির পাতা পোড়া, খোল পোড়া, খোল পচা এবং মাজড়া পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং, বাদামী গাছ ফড়িং ইত্যাদি আক্রমন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তুলনামুলকভাবে বেশী। মাঠ মুল্যায়নে ব্রি ধান-২৯ এর সাথে প্রস্তাবিত জাত দুটি তুলনা করা হয়। দেশের চারটি অঞ্চলে (ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রাজশাহী ও রংপুর) সব গুলোতেই ফলন ও অন্যান্য গুণাগুণের ভিত্তিতে ছাড়করণের জন্য মতামত রয়েছে। এ প্রসংগে সভায় সদস্যদের মতামত চাওয়া হলে সদস্য পরিচালক (শস্য) বলেন আবেদন ফরমের ছকে প্রস্তাবিত জাতের সাথে ব্রি ধান-২৯ এর ফলনের তুলনামূলক তথ্যাদি নেই যদিও মুল্যায়নে চেক জাত ছিল ব্রিধান-২৯। এ প্রসংগে সভাপতি, মাঠ মূল্যায়নের ফলনের ডাটা আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট করার জন্য ব্রিডার জনাব আলী আজমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিনার ব্রিডার তা সরবরাহ করা হবে বলে জানান। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ মাঠ মূল্যায়নের ফলনের ডাটা আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট করা সাপেক্ষে বোরো মৌসুমে সারা দেশে আবাদের জন্য বিনা ধান-৫ এবং বিনা ধান-৬ কে জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ ধানের ডিইউএসটেষ্ট পদ্ধতি অনুমোদন।

আলোচ্য সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যায়নি বিধায় পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় ডিইউএসটেষ্ট পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

আলোচ্য বিষয়- ৯ ঃ ধান, গম, পাট, আলু ও আখের মাঠমান ও বীজ মান পুনঃনির্ধারণ।

আলোচ্য সভায় ধান, গম, পাট, আলু ও আখের মাঠমান ও বীজমান পুনঃনির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা করা যায়নি। পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় বিষয়টি আলোচনা করা হবে।

আলোচ্য বিষয় - ১০ ঃ আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি।

বিষয়টি এ সভায় আলোচনা করা যায়নি। পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় আলোচনা করা হবে।

সভায় সকলেই স্বতস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ জহুরুল করিম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা।